সংবাদ

তারিখ 11 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষাবৃত্তি ও পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

মো. নূরুল আমিন

বর্তমান সরকার ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে। ২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত সরকারের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের হিসাব নিম্নরূপঃ

সাল	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা
২০১০	২,৭৬,৬২,৫২৯	১৯,৯০,৯৬,৫৬১টি
২০১১	৩,২২,৩৬,৩২১	২৩,২২,২১,২৩৪টি
২০১২	৩,১২,১৩,৭৫৯	২২,১০,৬৮,৩৩৩টি
২০১৩	৩,৬৮,,৮৬,১৭২	২৯,৩৫,৪০,৪২৩টি
২০১৪	৪,৩৩,৫৩,১৮৮ জন (প্রাক-প্রা: সহ)	৩১,৭৭,২৫,৫২৬টি
২০১৫	৪,৪৪,৫২৩৭৪	৩২,৬৩,৪৭,৯২৩টি
২০১৬	৪,৪৪,১৬,৫২৮	৩৩,৩৭,৬২,৭৭২টি

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর বই বিতরণের সংখ্যা বাড়ছে। তার মানে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়ছে। ২০১০ সালে যেখানে ২,৭৬,৬২,৫২৯ (দুই কোটি ছিয়াত্তর লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশত উনত্রিশ) জনকে বই প্রদান করতে হয়েছে সেখানে ২০১৬ সালে দিতে হয়েছে ৪,৪৪,১৬,৪২৮ (চার কোটি চুয়াল্লিশ লাখ ষোলো হাজার চারশত আঠাশ) জনকে। অর্থাৎ ২০১০ সালের তুলনায় ১,০৬৭,০১৯৯ (এক কোটি সাতষট্টি লাখ একশত নিরানব্বই) জনকে বই বেশি দেয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় বিনা মূল্যে বই দেয়ায় প্রতি বছর.শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। এ কারণে বাড়ছে বইয়ের সংখ্যা। ২০১০ সালে ১৯,৯০,৯৬,৪৬১টি (উনিশ কোটি নব্বই লাখ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত একষট্টি) বই দেয়া হলেও ২০১৬ সালে বই দিতে হয়েছে ৩৩,৩৭,৬২,৭৬২টি (তেত্রিশ কোটি সাইত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার সাতশত বাষট্টি)। অর্থাৎ ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ১৩,৪৬,৬৬,২১১টি (তের কোটি ছেচল্লিশ লাখ ছেষট্টি হাজার দুইশত এগার) বই বেশি বিতরণ করা হয়েছে। আগামী বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে বই বিতরণ করতে হবে প্রায় ৩৬,৩১,০৮,৯৭৯টি (ছত্রিশ কোটি একত্রিশ লাখ আট হাজার নয়শত উনআশি)। দেখা যাচ্ছে, ২০১৭ সালেও ২০১৬ সালের তুলনায় আরও বেশি বই বিতরণ করতে হবে। অন্যদিকে সরকার ও রাষ্ট্র প্রদত্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর চিত্রেও এমন দেখা যায়। মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য থেকে দেখা যায়, প্রতি বছরেই বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে এবং বাড়ছে বৃত্তির অর্থের পরিমাণও। ২০১৪-২০১৫ সালের অর্থ বছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রদানকৃত মেধাবৃত্তি, বৃত্তি ও উপবৃত্তির তথ্য নিম্নরূপঃ

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/ মন্ত্রণালয়	ছাত্রসংখ্যা	ছাত্রীসংখ্যা	মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা	মোট বিতরণকৃত অর্থ (টাকায়)
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	২,৪১৫	২,৯৫৪	৫,৩৬৯	৩,৭৪,৪৫০০০
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৩,৬৮,৭৬৬	২৫,৩৩,২৬০	৩৯,০২,০২৬	৯০৯,৮০,০৮,৯২০
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৭,৩৭,৮৬০	৪০,৪৯,৩৫৮	৭৭,৮৭,২১৮	৯৩৮,৯২,৩১,৩৮০
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০,৩১৩	২৩,৫৬৩	৫৩,৮৭৬	২৭,২৯,৫০,০০০
সর্বমোট	৫১,৩৯,৩৫৪	৬৬,০৯,১৩৫	১,১৭,৪৮,৪৮৯	১৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০

উপরিউক্ত সারণি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,১৭,৪৮.৪৮৯ (এক কোটি সতের লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশত উননব্বই) জন শিক্ষার্থীকে ১৮৭৯,৭৬,৩৫,৩০০ (এক হাজার আটশত উনআশি কোটি ছিয়াত্তর লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বেইনবেইজ-এর হিসাব অনুযায়ী আমাদের দেশে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬৬৪৬৫১৯ (তিন কোটি ছেষট্টি লাখ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত উনিশ) জন। বিভিন্ন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১১৭৪৮৪৮৯ (এক কোটি সতের লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশত উননব্বই) জন। অর্থাৎ দেশের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ১/৩ অংশ বৃত্তি পেয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর হিসাবে দেখা যায়, ৬৬০৯১৩৫ (ছেষট্টি লাখ নয় হাজার একশত পঁয়ত্রিশ) জন ছাত্রী এবং ৫১৩৯৩৫৪ (একান্ন লাখ উনচল্লিশ হাজার তিনশত চুয়ান্ন) জন ছাত্র বৃত্তি পেয়েছে। অর্থাৎ ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীরা বেশি বৃত্তি পাচ্ছে। এই বৃত্তি প্রদানের ফলে ভর্তি যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনিভাবে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থী ৫৩%।

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী যেন পিতা-মাতা/অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ তথা সর্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টে তিনি সিড মানি হিসাবে ১০০০.০০ (এক হাজার কোটি) টাকা প্রদান করেছেন, যা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এফডিআর হিসেবে আছে। উক্ত এফডিআর থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক পর্যায়ে কেবল নারী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর থেকে তাতে ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা এখনও অব্যাহত আছে। উপবৃত্তি প্রদানের ফলে যে সব নারী শিক্ষার্থী ডিগ্রি পর্যায়ে ভর্তি হন তাদের ঝরে পড়ার হার কমে গেছে এবং কর্মসংস্থানের হার বেড়ে গেছে। বৃত্তি প্রাপ্তির কারণে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিপ্লব এসেছে। গ্রামের জনগণ বুঝতে পেরেছে যে, সহজেই দেশে এখন শিক্ষা গ্রহণ করা যাচ্ছে। এ কারণে অশিক্ষিত বাবা-মাও তাদের সন্তানদের স্কুলে দিচ্ছেন।

[লেখক : ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট]
বাড়ি নং-৪৪, রোড-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
ফোন: ৮১৯২২০০, মোবাইল: ০১৫৫৮-৩০৭৯৩৬
ইমেইল: md_pmedutrust@yahoo.com